সমাপ্তি অনুষ্ঠান

সূচনা : ℣ দোহাই পরমেশ্বর, আমাকে কর উদ্ধার। ....

ক্ষমা প্রার্থনা

দিনের শেষে, আসুন, কিছুক্ষণ নীরবে মন পরীক্ষা করে
আমাদের দোষত্রুটির জন্য ঈশ্বরের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি।

হে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর, তোমার কাছে,
এবং ভ্রাতৃগণ, তোমাদেরও কাছে
আমি স্বীকার করি যে আমি কথায়, কাজে ও চিন্তায় পাপ করেছি,
অবহেলা করেও পাপ করেছি :
এ সকল আমারই অপরাধ।
হে নিত্যকুমারী ধন্যা মারীয়া, হে স্বর্গদূত, সাধুসাধ্বী ও ভ্রাতৃগণ,
মিনতি করি, তোমরা সকলে আমাদের পরমেশ্বর প্রভুর কাছে
আমার জন্য প্রার্থনা কর।

অথবা

℣ হে প্রভু, আমাদের প্রতি দয়া কর ;
℟ তোমার বিরুদ্ধে যে করেছি পাপ।

℣ আমাদের দেখাও, প্রভু, তোমার কৃপা ;
℟ আমাদের দাও গো তোমার পরিত্রাণ।

অথবা

℣ পবিত্র পরমেশ্বর ! পবিত্র শক্তিশালী ! পবিত্র অমর !
℟ আমাদের দয়া কর। (৫ম শতাব্দী)

ক্ষমা-প্রার্থনার সমাপ্তি

সর্বশক্তিমান ঈশ্বর আমাদের প্রতি দয়া করুন,
এবং আমাদের পাপ ক্ষমা ক'রে অনন্ত জীবনে নিয়ে যান।

℟ আমেন।

স্তোত্র

১। সান্ধ্য জ্যোতি ফুরিয়ে যাচ্ছে,
ওগো প্রভু, করি ভিক্ষা,
তব কৃপায় তুমি নিত্য
জেগে থাক মোদের রক্ষায়।

২। গভীর নিদ্রায় কাছে থেকে
হও তুমি মোদের স্বপন ;
নতুন আলো এলে মোরা
গাই যেন তব গৌরব।

৩। তব জ্যোতি রাত্রির যেন
ঘন তমস করে উজ্জ্বল ;
নবীন আশিস, পরম স্বস্তি,
দিব্য শান্তি কর মঞ্জুর।

৪। শোন যাচ্না, স্নেহের পিতঃ,
তব পুত্র খ্রীষ্টের দ্বারা,
যিনি আত্মা ও তোমার সঙ্গে
ঈশ্বররূপে সদা সজীব।

(৫ম শতাব্দী)

বিকল্প

১। ওগো জ্যোতি দিবস খ্রীষ্ট,
কর বিলীন রাত্রির তমঃ;
তুমি যখন স্বয়ং আলো,
প্রদান কর আলোর প্রভা।

২। পুণ্যতম যীশু প্রভু,
রাত্রিকালে কর রক্ষা;
তোমাতে হোক মোদের বিশ্রাম,
পুণ্য স্বপন, পরম শান্তি।

৩। ক্লান্তিতে চোখ বোজে যদি,
তবু হৃদি থাকুক সজাগ;
তব দক্ষিণ হস্তে তুমি
মোদের নিত্য কর পালন।

৪। ভক্তজনদের রক্ষাকর্তা,
কর ধ্বংস যত অমঙ্গল;
রক্তমূল্যে যাদের কিনলে
তাদের কর প্রতিপালন।

৫। ওগো যীশু, দয়াল রাজা,
শোন তুমি মোদের যাচন,
পিতা ও পরমাত্মার সঙ্গে
গ্রহণ কর মোদের স্তুতি। (৫ম শতাব্দী)

বাণী পাঠ

রবিবার ও মহাপর্ব (১ম সন্ধ্যারতির পরে) **দ্বি বি ৬:৪-৭**

শোন, ইস্রায়েল! আমাদের পরমেশ্বর প্রভু যিনি, তিনিই একমাত্র প্রভু। তুমি তোমার পরমেশ্বর প্রভুকে তোমার সমস্ত হৃদয় দিয়ে, তোমার সমস্ত প্রাণ দিয়ে, তোমার সমস্ত শক্তি দিয়ে ভালবাসবে। এই যে সকল বাণী আমি আজ তোমার জন্য জারি করি, তা তোমার হৃদয়ে স্থির থাকুক। তা তুমি তোমার সন্তানদের বারবার বলবে, এবং ঘরে বসে থাকার সময়ে, পথে চলার সময়ে, শোয়ার সময়ে ও ওঠার সময়ে এ সম্বন্ধে কথা বলবে।

রবিবার ও মহাপর্ব (২য় সন্ধ্যারতির পরে) **প্রত্যা ২২:৪-৫**

প্রভুর স্বর্গীয় উপাসকেরা তাঁর শ্রীমুখ দর্শন করবে, তাদের কপালে লেখা থাকবে তাঁর নাম। রাত আর থাকবে না; কোন প্রদীপের আলো কিংবা সূর্যের আলোও তাদের আর প্রয়োজন হবে না; কারণ প্রভু ঈশ্বর তাদের উপর নিজের আলো ছড়িয়ে দেবেন আর তারা রাজত্ব করবে চিরদিন চিরকাল।

সোমবার **১ থে ৫:৯-১০**

ঈশ্বর আমাদের জন্য ক্রোধ স্থির করে রাখেননি, কিন্তু এ স্থির করে রেখেছেন, আমরা যেন পরিত্রাণ লাভ করি আমাদের প্রভু যীশুখ্রীষ্ট দ্বারা, যিনি আমাদের জন্য মৃত্যুবরণ করেছেন আমরা যেন, সেসময় জাগ্রত বা নিদ্রিত অবস্থায় থাকি না কেন, তাঁর সঙ্গে জীবিতই থাকি।

মঙ্গলবার **১ পি ৫:৮-৯**

তোমরা মিতাচারী হও, জাগ্রত থাক; তোমাদের শত্রু, সেই দিয়াবল, গর্জমান সিংহের মত এখানে ওখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে, সন্ধান করছে কাকে গ্রাস করবে। বিশ্বাসে অটল থেকে তোমরা তাকে প্রতিরোধ কর।

বুধবার **এফে ৪:২৬-২৭,৩১-৩২**

ভ্রাতৃগণ, ক্রুদ্ধ হয়েও পাপ করো না; তোমরা ক্রুদ্ধ থাকতে যেন সূর্যাস্ত না হয়; দিয়াবলকেও সুযোগ দিয়ো না। যত অনিষ্টের সঙ্গে যত তিক্ততা, রোষ, ক্রোধ, কোলাহল ও নিন্দাও তোমাদের মধ্য থেকে দূর করা হোক। পরস্পরের প্রতি উদারমনা ও সহৃদয় হও, পরস্পরকে ক্ষমা কর, যেমন ঈশ্বরও খ্রীষ্টে তোমাদের ক্ষমা করেছেন।

বৃহস্পতিবার **১ থে ৫:২৩**

স্বয়ং শান্তিবিধাতা ঈশ্বর পূর্ণমাত্রায় তোমাদের পবিত্র করে তুলুন। তোমাদের সমস্ত আত্মা, প্রাণ ও দেহ আমাদের প্রভু যীশুখ্রীষ্টের সেই আগমনের জন্য অনিন্দনীয় হয়ে রক্ষিত হোক।

শুক্রবার **যে ১৪:৯**

তুমি, প্রভু, আমাদের মাঝে রয়েছ, আর আমরা তোমারই আপন নাম বহন করি: আমাদের পরিত্যাগ করো

না, হে আমাদের পরমেশ্বর প্রভু।

শ্লোক

পাস্কাকালে নয়

প্র তোমারই হাতে, প্রভু, * আমার আত্মা সঁপে দিই।
উ তোমারই হাতে, প্রভু, * আমার আত্মা সঁপে দিই।
প্র ওগো প্রভু, সত্যের ঈশ্বর, তুমি তো আমাদের করেছ মুক্ত :
উ আমার আত্মা সঁপে দিই।
প্র পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।
উ তোমারই হাতে, প্রভু, * আমার আত্মা সঁপে দিই।

পাস্কাকালে

প্র তোমারই হাতে, প্রভু, আমার আত্মা সঁপে দিই। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।
উ তোমারই হাতে, প্রভু, আমার আত্মা সঁপে দিই। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।
প্র ওগো প্রভু, সত্যের ঈশ্বর, তুমি তো আমাদের করেছ মুক্ত।
উ আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।
প্র পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক।
উ তোমারই হাতে, প্রভু, আমার আত্মা সঁপে দিই। * আল্লেলুইয়া, আল্লেলুইয়া।

সিমেয়োনের গীতিকা — লুক ২:২৯-৩২

খ্রীষ্টই বিজাতীয়দের আলো ও ইস্রায়েলের গৌরব।

ধুয়ো : জাগরণে * মোদের ত্রাণ কর, প্রভু,
শয়নে মোদের রক্ষা কর ;
মোরা যেন খ্রীষ্টের সঙ্গে জাগরণ ক'রে
শান্তিতে বিশ্রাম করতে পারি (আল্লেলুইয়া)।

হে মহাপ্রভু, তোমার কথামত
এখন তোমার এই দাসকে শান্তিতে বিদায় দাও ;
কারণ আমার চোখ দেখেছে তোমার সেই পরিত্রাণ
যা তুমি প্রস্তুত করেছ সকল জাতির সামনে :

ঐশপ্রকাশে বিজাতীয়দের উদ্বুদ্ধ করার আলো
ও তোমার আপন জনগণ ইস্রায়েলের গৌরব।

ধুয়ো : জাগরণে মোদের ত্রাণ কর, প্রভু ;
শয়নে মোদের রক্ষা কর ;
মোরা যেন খ্রীষ্টের সঙ্গে জাগরণ ক'রে
শান্তিতে বিশ্রাম করতে পারি (আল্লেলুইয়া)।

সমাপন প্রার্থনা

মহাপর্ব

হে প্রভু, এ রজনীতে আমাদের এ গৃহে তোমার পদধূলি দান কর। সেই শত্রুর ছলনা এ গৃহ থেকে দূরে রেখে তুমি বরং তোমার পবিত্র দূতবাহিনী পাঠাও, তাঁরা যেন আমাদের শান্তিতে রক্ষা করেন। আমাদের উপর নিত্য বিরাজ করুক তোমার আশীর্বাদ।

রবিবার (১ম সন্ধ্যারতির পরে)

হে প্রভু, এ রাতে আমাদের কাছে এসে দাঁড়াও, আমরা যেন তোমার শক্তিতে নবদিনের আলোতে জেগে উঠে তোমার পুত্রের পুনরুত্থান সানন্দে উদ্‌যাপন করতে পারি।

রবিবার (২য় সন্ধ্যারতির পরে)

হে পিতা, প্রভুর পুনরুত্থানের এই স্মারকদিন শেষে আমাদের বিনীত প্রার্থনা যেন তোমার কাছে যেতে পারে। তোমার কৃপায় সকল অমঙ্গল থেকে নিরাপদ হয়ে আমরা যেন পরম শান্তিতে বিশ্রাম করতে পারি এবং তোমার প্রশংসাগানের উদ্দেশ্যে সানন্দে পুনর্জাগরিত হতে পারি।

সোমবার

হে পিতা, আমাদের শ্রান্ত শরীরকে পুণ্য বিশ্রাম মঞ্জুর কর। এদিনে পরিশ্রম ক'রে যত বীজ বুনেছি, তোমার আশীর্বাদে তা যেন চিরকালীন ফসলে ফলপ্রসূ হতে পারে।

মঙ্গলবার

হে প্রভু, প্রসন্ন হয়ে এ রাত্রি আলোকিত কর; পরম শান্তিতে বিশ্রাম করে আমরা যেন নবদিনের আলোতে আনন্দের সঙ্গে তোমার নামে জেগে উঠতে পারি।

বুধবার

হে বিনম্র ও কোমলপ্রাণ প্রভু যীশুখ্রীষ্ট, তুমি যে তোমার অনুসারীদের জোয়াল সুবহ ও তাদের বোঝা লঘুভার কর, প্রসন্ন হয়ে আমাদের এদিনের কাজকর্ম গ্রহণ কর। পুণ্য বিশ্রাম মঞ্জুর কর, আমরা যেন অধিক নিষ্ঠাবান হয়ে তোমার সেবায় রত থাকতে পারি।

বৃহস্পতিবার

হে আমাদের ঈশ্বর প্রভু, দিনের শ্রমে শ্রান্ত আমরা; পুণ্য বিশ্রাম দানে আমাদের বলবান কর, আমরা যেন তোমার নিত্য সহায়তায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়ে মনেপ্রাণে তোমার সেবা করতে পারি।

শুক্রবার

হে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর, আশীর্বাদ কর: তোমার সমাহিত পুত্রের সঙ্গে বিশ্বাসের বন্ধনে মিলিত হয়ে আমরা যেন তাঁর সঙ্গে নবজীবনে পুনরুত্থিত হতে পারি।

বিদায়

(পরিঃ) হে পিতা, প্রভুর আশীর্বাদ দান কর।

† প্রভু আশীর্বাদ করুন, যাতে এ রাত্রি শান্তিপূর্ণ ও আমাদের মৃত্যু পবিত্র হয়।

℟ আমেন।

কুমারী মারীয়ার উদ্দেশে সমাপ্তি গীতি

(অতিরিক্ত সঙ্গীত, পৃঃ ১০৬১)

মুক্তিদাতার মহামাতা,
তুমি স্বর্গের সুগম যে দ্বার,
তুমি যে সাগরের তারা,
পড়ে আছি, উঠতে ব্যাকুল, কর গো সাহায্য মোদের।
তুমি যে গাব্রিয়েল দূতের সেই প্রণাম গ্রহণ ক'রে
কুমারীত্ব অক্ষুণ্ন রেখে
—প্রকৃতির বিস্মিত চোখে—,
তব পরম পবিত্র জনকের হলে জননী,
পাপীদের কর, কর গো দয়া। (হেরিমান্নুস † ১০৫৪)

প্রণাম, স্বর্গধামের রানী,
দূতবাহিনীর সম্মানিতা, প্রণাম।
প্রণাম, যেসের মূলকাণ্ড, বিশ্বে তুমি জ্যোতির দ্বার।
উল্লাস কর, সুকুমারী, সবার উপর শ্রেষ্ঠা তুমি;
তোমার পুত্র খ্রীষ্টের কাছে মোদের মঙ্গল যাচ্না কর। (১২শ শতাব্দী)

স্বর্গের রানী, কর উল্লাস, আল্লেলুইয়া :
যাঁকে গর্ভে বরণ করার যোগ্য ছিলে, আল্লেলুইয়া,
তিনি পুনরুত্থান করলেন যেমনটি বলেছিলেন, আল্লেলুইয়া।
ঈশ্বরের কাছে মোদের মঙ্গল প্রার্থনা কর। আল্লেলুইয়া। (১২শ শতাব্দী)

প্রণাম রানী, দয়াময়ী জননী,
মোদের জীবন, মাধুর্য ও ভরসা, প্রণাম।
হবার নির্বাসিত সন্তান আমরা তোমার নিকট আর্তনাদ করছি ;
এই অশ্রুময় সংসারে আমরা
তোমার উদ্দেশে রোদন ও বিলাপ করছি।
হে নিত্যসাহায্যকারিণী,
তোমার সদয় নয়নে মোদের প্রতি কর দৃষ্টিপাত।
এই নির্বাসনের পর তোমার গর্ভের ধন্য ফল সেই যীশুকে দেখাও মোদের।
হে দয়াময়ী, হে স্নেহময়ী, হে মাধুর্যময়ী কুমারী মারীয়া। (১১শ শতাব্দী)

প্রণাম মারীয়া, প্রসাদপূর্ণা, প্রভু তোমার সঙ্গে আছেন ;
তুমি নারীকুলে ধন্যা, তোমার গর্ভফল যীশুও ধন্য।
হে পুণ্যময়ী মারীয়া, ঈশ্বরজননী, আমরা পাপী,
এখুনই ও আমাদের মৃত্যুকালে আমাদের মঙ্গল প্রার্থনা কর। আমেন। (৫ম শতাব্দী)

তোমার আশ্রয় নিয়েছি, হে পুণ্যময়ী ঈশ্বরজননী ;
প্রলোভনে আমাদের মিনতি অবজ্ঞা করো না,
সর্বদাই বরং সকল বিপদ থেকে আমাদের মুক্ত কর,
হে গৌরবময়ী ধন্যা কুমারী। (৪র্থ শতাব্দী)